তারিখ 13 JAN 2015
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

# বেতন কাঠামো বাস্তবায়নে

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

উৎস থেকে আয় বাড়ানো প্রয়োজন। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, রাজস্ব আয় বাড়ানোর পাশাপাশি বাড়তি সম্পদ আহরণে বিকল্প উৎসের দিকে সরকারকে নজর দিতে হবে। তা না হলে আগামীতে রাষ্ট্রের আয়ের উৎসে বাড়তি চাপ পড়বে।

সূত্র জানায়, গত এক দশকে বাংলাদেশে রাজস্ব আদায় বেড়েছে গড়ে ১২ থেকে ১৫ শতাংশ হারে। প্রস্তাবিত বেতন কাঠামো বাস্তবায়নে পে কমিশন যে পরিমাণ বাড়তি অর্থের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছে, তা জোগান দিতে হলে আগামী ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বর্তমানের চেয়ে কমপক্ষে ৩০ হাজার কোটি টাকা বা ২০ শতাংশ বেশি হারে রাজস্ব আদায় করতে হবে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাজস্ব আয় বাড়াতে নতুন কৌশল নির্ধারণে উপায় খুঁজছে এনবিআর।

এনবিআরের সিনিয়র সদস্য ফরিদ উদ্দিন বলেন, অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ জোরদার করতে হলে পুরো রাজস্ব বিভাগকে অটোমেশন করতে হবে। হিসাবের বাইরে (ইনফরমাল) যে বিশাল অর্থনীতি রয়েছে, তার সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক বা ফরমাল অর্থনীতিকে যুক্ত করতে হবে। এ ছাড়া রাজস্ব আয় বাড়ানোর বিষয়টি সামগ্রিকভাবে সুশাসনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে মন্তব্য করেন তিনি।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষণা পরিচালক ড. জায়েদ বখ্‌ত বলেন, দেশের অর্থনীতির বড় একটি অংশ এখনও মূল হিসাবের বাইরে (আন্ডারগ্রাউন্ড ইকোনমি)। অর্থনীতির এই অংশ থেকে রাজস্ব আহরণের সুযোগ না থাকায় প্রচুর কালো টাকা তৈরি হচ্ছে।

# বেতন কাঠামো বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জে পড়বে সরকার

■ আবু কাওসার

পে কমিশনের প্রস্তাবিত বেতন কাঠামো বাস্তবায়নে অতিরিক্ত অর্থ জোগান দিতে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে সরকার। মূলত অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণে সীমাবদ্ধতা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির বর্তমান বাস্তবতার আলোকে দেখা দিয়েছে এ সংশয়।

দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদ তথা রাজস্বের ৮০ ভাগই আদায় করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। সংস্থাটি বলছে, সরকারি চাকরিজীবীদের বর্ধিত হারে বেতন দিতে বাড়তি যে পরিমাণ রাজস্ব দরকার, রাজনীতি ও অর্থনীতির বর্তমান বাস্তবতায় তা আদায় করা সম্ভব নয়। তাই নতুন বেতন কাঠামো কার্যকর করতে হলে এনবিআরের বাইরে করবহির্ভূত ও অন্যান্য ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ১